# স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম - ১৪৪৩

**গ্রুপ “আসর”**

(শ্রেণি ৪র্থ - ৫ম)

**নাম :**

**শ্রেণি:**

**শিফট:**

**অভিভাবকের স্বাক্ষর:**

# দিকনির্দেশনা

- শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত ক্লাস অনুযায়ী এ্যাসাইনমেন্ট-এর পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে পারেন অথবা স্কুল থেকে প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারেন, ইন-শা-আল্লাহ।
- ৪র্থ - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত এ্যাসাইনমেন্ট-এর প্রিন্টেড কপির মধ্যেই লিখবেন। প্রয়োজনে আলাদা পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যাবে।
- **শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাবা-মা / অভিভাবক পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করতে পারবেন। যেমন, কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান না থাকলে তাদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে আল-কুরআন, নির্ভরযোগ্য তাফসির বা কিতাব অথবা সহীহ হাদিস থেকে শিখিয়ে দেওয়া যাবে, যাতে করে শিক্ষার্থী নিজেরাই উত্তরটি লিখতে পারেন। তবে সরাসরি উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে সকলকে বিনীত অনুরোধ করছি। এ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে যেকোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করা বা অসুস্থ প্রতিযোগিতমূলক মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হতে হবে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, ইন-শা-আল্লাহ।**
- এ্যাসাইনমেন্ট-এর হার্ড কপি আগামী ১২ মে ২০২২-এর মধ্যে স্কুলে সাবমিট করবেন ইন-শা-আল্লাহ।

# আমার প্রাত্যহিক রমাদান কর্মসূচি

(প্রয়োজন অনুসারে টিক চিহ্ন দিন বা লিখুন)

| রমাদান | সিয়াম | সালাত | | | | | সকাল-সন্ধ্যার দু'আ | কুরআন তিলাওয়াত | প্রতিদিনের একটি ভাল কাজ (সাদাকা/ বাসার কাজে সাহায্য/ মুচকি হাসি/ অন্যান্য...) লিখুন | ঘুমানোর আগে ও জেগে ওঠার দু'আ | ইস্তিগফার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ফজর | যুহর | আসর | মাগরিব | ইশা | | | | | |
| ১ | | | | | | | | | | | |
| ২ | | | | | | | | | | | |
| ৩ | | | | | | | | | | | |
| ৪ | | | | | | | | | | | |
| ৫ | | | | | | | | | | | |
| ৬ | | | | | | | | | | | |
| ৭ | | | | | | | | | | | |
| ৮ | | | | | | | | | | | |
| ৯ | | | | | | | | | | | |
| ১০ | | | | | | | | | | | |
| ১১ | | | | | | | | | | | |
| ১২ | | | | | | | | | | | |
| ১৩ | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৪ | | | | | | | | | | | |
| ১৫ | | | | | | | | | | | |
| ১৬ | | | | | | | | | | | |
| ১৭ | | | | | | | | | | | |
| ১৮ | | | | | | | | | | | |
| ১৯ | | | | | | | | | | | |
| ২০ | | | | | | | | | | | |
| ২১ | | | | | | | | | | | |
| ২২ | | | | | | | | | | | |
| ২৩ | | | | | | | | | | | |
| ২৪ | | | | | | | | | | | |
| ২৫ | | | | | | | | | | | |
| ২৬ | | | | | | | | | | | |
| ২৭ | | | | | | | | | | | |
| ২৮ | | | | | | | | | | | |
| ২৯ | | | | | | | | | | | |
| ৩০ | | | | | | | | | | | |

*<u>রমাদানের শুরুতে এই অধ্যায় পড়ুন</u>*

# সূরা আসরের অর্থ ও তাফসীর পড়ুন

**বাড়ির কাজ**: এ সূরার আলোকে বলুন- কীভাবে আমরা ক্ষতির হাত থেকে বাচঁতে পারি?

*<u>শুক্রবারে এই অধ্যায়টি পড়ুন</u>*

# সূরা কাহফের প্রথম ১০ লাইন মুখস্ত করুন ও অর্থ পড়ুন

*রমাদানের ২য় সপ্তাহে এই অধ্যায় পড়ুন*

# পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর লোকটি আবার বললেন তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর লোকটি বললেন তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।' [বুখারী : ৬২৯৮]

আল্লাহ নারীকে মায়ের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মাতৃত্বের কারণে মা জননী শ্রদ্ধা, সম্মান ও সুন্দর আচরণ পাওয়ার হকদার। তাই 'মা' নারী ও পুরুষ সবার কাছে মর্যাদার শিখরে অধিষ্ঠিত। এ নিখিল বিশ্বে মায়ের কোল হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। মাতৃস্নেহ এক জান্নাতি নিয়ামত। 'মা' স্নেহের পরশ দিয়ে সন্তানদের হৃদয়কোণে স্বস্তি, সান্ত্বনা ও প্রশান্তি উপহার দেন। সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন। নয় মাস গর্ভে ধারণ করে 'মা' তার কলিজার টুকরোকে হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়ে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে জীবন-মরণের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে প্রসববেদনার অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে এ উন্মুক্ত পৃথিবীতে ভূমিষ্ট করেন। জন্মের দু'বছর ধরে বুকের মধুময় স্তন্য পান করিয়ে তিল তিল করে বড় করে তোলেন। মায়ের এ কষ্ট তার নিজেকেই বহন করতে হয়। কোনো পুরুষ এ

কষ্টের ভাগীদার হতে চাইলেও সম্ভব নয়। এ জন্য আল্লাহর রাসূল তিনবার মায়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর বলেছেন বাবার কথা।

বাবার অবদানও অস্বীকার করার মতো নয়। বাবার সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনো পুরুষের তুলনা হয় না। তিনি নিজে কষ্ট করেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন সন্তানের কল্যাণার্থে।

যে কোনো সময় বাবা-মা নিজের জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত থাকেন। সন্তানের সামান্য রোগ-বালাই হলেও বাবা-মায়ের আরামের নিদ্রা হারাম হয়ে যায়। এ জন্যই মহান আল্লাহ নিজের হকের পাশাপাশি পিতামাতার হকের কথা বলেছেন। আল্লাহ নির্দেশনা দিয়ে বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বলবে না এবং তাদের ভর্ৎসনা করো না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কোমল ভাষায় কথা বলবে। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাকবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' {সূরা আল-ইসরা : ২৩-২৪}

পিতামাতা কী জিনিস তা শুধু তারাই বোঝে যাদের বাবা-মা দুনিয়ায় নেই। আমাদের এতিম নবী এ জন্য বহু হাদীসে পিতামাতার সম্মান, মর্যাদা, অধিকার ও তাদের প্রতি আমাদের করণীয় নিয়ে বহু নির্দেশনা দিয়েছেন। পিতামাতাকে মনেপ্রাণে যেমন সম্মান করতে হবে, তেমনি তাঁদের সেবাও করতে হবে যথাসাধ্য। সবচেয়ে জরুরি হলো তাঁরা সামান্যতম কষ্ট পেতে পারেন এমন কোনো কথা বলা যাবে না এবং এমন কোনো কাজও করা যাবে না।

**বাড়ির কাজ**: উপরের হাদিসটি পড়ুন এবং একটি তালিকা তৈরি করুন- এতদিন আপনি এমন কি কি কাজ করতেন, যা আপনার বাবা মাকে কষ্ট দিত বলে আপনি মনে করেন এবং যা আপনার পরিবর্তন করা প্রয়োজন ?

# সত্য বলো, মিথ্যে বলো না

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ،وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»

‘নিশ্চয় সত্য পুণ্য বা ভালো কাজের পথ দেখায় আর ভালো কাজ বা পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। [এভাবে] একজন ব্যক্তি সত্য বলতে বলতে [আল্লাহ ও মানুষের কাছে] সত্যবাদী হিসেবে গণ্য হয়। [পক্ষান্তরে] মিথ্যা অপরাধের পথ দেখায় আর অপরাধ জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। [এভাবে] একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে (আল্লাহ ও মানুষের কাছে) মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়’। (বুখারী : ৬০৯৪; মুসলিম : ৬৮০৩)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সত্যবাদিতা একটি প্রশংসনীয় ও সর্বজন প্রিয় গুণ। সত্যবাদীতা মানুষকে অন্যের কাছে প্রিয় করে তোলে। অপরের দৃষ্টিতে বানায় সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য। সত্য মানুষকে অসংখ্য পাপ থেকে রক্ষা করে। পুণ্য বা নেকির পথে পরিচালিত করে। কেউ যখন প্রতিনিয়ত সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলে, তখন সত্য বলা তার স্বভাবে পরিণত হয়।

এ পর্যায়ে উন্নীত হলে আল্লাহ তার নাম লিপিবদ্ধ করেন সেই সব সত্যবাদীদের তালিকায়, যাদেরকে বলা হয় ‘সিদ্দীক’ তথা মহা সত্যবাদী। কিয়ামতের দিন যারা আল্লাহর বিশেষ মর্যাদা লাভের মধ্য দিয়ে নবী ও শহীদদের সঙ্গে বিশেষ সম্মানের পাত্র হিসেবে গণ্য হবেন।

পক্ষান্তরে মিথ্যা মানুষের কাছে একটি ঘৃণিত ও চির নিন্দিত স্বভাব। মিথ্যাবাদীকে খোদ তার আপনজনেরাও অপছন্দ করে। মিথ্যা মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে। একটি সামান্য পাপ বহু পাপের দিকে পরিচালিত করে। এভাবে পাপ করতে করতে সে বেখেয়ালে জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়। আগুনের চির আবাস হয়ে যায় তার গন্তব্য। মানুষ যখন অহরহ মিথ্যা বলতে থাকে, মিথ্যা বলা তার স্বভাবে পরিণত হয়। মিথ্যাকথন স্বভাবে পরিণত হলে আল্লাহ তাকে কায্যাব বা 'মহামিথ্যাবাদী'র তালিকাভুক্ত করেন।

বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করা যাক। ধরো, তোমরা মাদরাসা বা বিদ্যালয়ে যাও, সেখানে কিন্তু তোমার আব্বু-আম্মু সঙ্গে থাকেন না। ফলে সেখানে তুমি কী করছো না করছ তা তাঁরা দেখেন না। তুমি হয়তো টিফিন বা ছুটির সময় খেলতে গিয়ে তোমার সহপাঠীকে অপ্রত্যাশিতভাবে মেরে বসলে কিংবা ক্লাসে বসার জায়গা নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে ঝগড়ায় জড়িয়ে গেলে অথবা সুযোগ পেলে তোমার পাশে বসা সহপাঠীর পেন্সিল বা বই লুকিয়ে রাখলে- সবগুলোই কিন্তু অপরাধ। কোনোটাই তোমার করা উচিত নয়। এখন তুমি যদি ভাবো, আম্মুর কাছে ফিরে গিয়ে এসব বলতে হবে, সত্যি সত্যি সব বিবরণ দিতে হবে, তখন আম্মু তোমাকে বকে দেবেন কিংবা তোমার আচরণে মনে কষ্ট নেবেন যা তুমি মোটেও কামনা কর না, তাহলে এ চিন্তাই তোমাকে বাধা দেবে এসব করা থেকে।

এক্ষেত্রে যদি মিথ্যে বলতে যাও তবে দেখ কত বিপত্তি দেখা দেবে! তুমি যদি বিদ্যালয় থেকে ফিরে আম্মুর কাছে ওসব দুষ্টুমির কথা গোপন করো আর তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলো, "আমি আজ স্কুলে কোনো দুষ্টুমি করিনি আম্মু", তাহলে একটি মিথ্যে বললে। এরপর পরের দিন যখন যার সঙ্গে দুষ্টুমি করেছো তার আম্মু এসে বিচার দেবেন, তখন এই একটি মিথ্যে লুকাতে গিয়ে তোমাকে অনেকগুলো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। তারপরও কিন্তু তুমি সত্য ঘটনা আড়াল করতে পারবে না। সত্য বেরিয়েই আসবে। তখন কী হবে? আম্মু খুব কষ্ট পাবেন। ভাববেন যে বাচ্চাটাকে আমি এত আদর করি, রোজ

তার জন্য সব কিছু করে দেই, রাত জেগে ওর অসুখের সময় সেবা করি, সে কিনা মিথ্যে বলে! সেই আমাকে অন্যের কাছে ছোট করে!

এখন ভেবে দেখো, একটি মিথ্যে বলার কারণে তোমাকে অনেকগুলো মিথ্যে বলতে হলো। তারপর ধরা খেয়ে লজ্জিত হতে হলো। সর্বোপরি মাকে মনে কষ্ট দিয়ে জাহান্নামের আগুনে জ্বলার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো। অথচ প্রথমেই যদি তুমি সত্য বলে দিতে, তাহলে আম্মু তোমাকে বুঝিয়ে দিতেন এসব করতে নেই। এতে করে মিথ্যেও বলতে হত না। আবার তাঁকে কষ্ট দিয়ে জাহান্নামের দিকেও যেতে হয় না। বরং সত্য বলার সুবাদে তুমি সত্যবাদী হয়ে আল্লাহকে খুশি করে জান্নাতের পথিক হতে পারতে।

এ জন্যই বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা থেকে সতর্ক করেছেন। সত্য ও সত্যবাদিতায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও মিথ্যাকে নিরুৎসাহিত ও সত্যকে উৎসাহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ١٠٥ ﴾ [النحل: ١٠٥]

‘একমাত্র তারাই মিথ্যা রটায়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে ঈমান রাখে না। আর তারাই মিথ্যাবাদী’। {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ১০৫}

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ١١٦ ﴾ [النحل: ١١٦]

‘আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না’। {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ১১৬}

আরেক সূরায় আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مَّا هُم مِّنكُمۡ وَلَا مِنۡهُمۡ وَيَحۡلِفُونَ عَلَى ٱلۡكَذِبِ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤ ﴾ [المجادلة: ١٤]

'তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি, যারা এমন এক কওমের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়েছে? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় এবং তোমরাও তাদের দলভুক্ত নও। আর তারা জেনে শুনেই মিথ্যার উপর কসম করে'। {সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত : ১৪}

সুতরাং সমাজের সকল অপরাধ থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে সর্বদা সত্য বলতে হবে। সত্যবাদিতার জীবন গড়তে হবে। আর সর্বোতভাবে পরিহার করতে হবে মিথ্যা ও মিথ্যাবাদীতাকে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

**বাড়ির কাজ:** এ হাদিসটি ভালোভাবে পড়ুন ও বোঝার চেষ্টা করুন।

এখন বলুন দেখি- ধরুন, আপনার দুইজন বন্ধু আছে। একজন সবসময় সত্যি কথা বলে আর আরেকজন সত্যির পাশাপাশি মাঝে মাঝে মিথ্যাও বলে। এখন এদের মধ্যে কে আপনার কাছের মানুষ হবে এবং কেন ?

# প্রতিবেশিকে কষ্ট দিও না

আবূ শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ»

'আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রাসূল, কে মুমিন নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশি নিরাপদ নয়'। [বুখারী : ৬০১৬]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

'ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়'। [মুসলিম : ৪৬]

**সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ থেকে দূরে গিয়ে মানুষ বেশি দিন টিকতে পারে না। পরিবারের বাইরে যারা আমাদের পাশাপাশি বসবাস করেন তারাই আমাদের প্রতিবেশি। আমাদের বাড়ির আশপাশের লোকজন, বিদ্যালয়ের সহপাঠীরা, মাঠে খেলার সাথীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। এদের কাউকে আমরা কষ্ট দিতে পারি না। মুমিন তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হলে আমাদের অবশ্যই চারপাশের লোকজনকে কষ্ট দেয়ার মতো কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।

তোমার হাত থেকে পড়ে গিয়ে হয়তো কাঁচের আয়না বা ঔষুধের বোতল ভেঙ্গে গেল, অমনি তুমি আম্মুর বকুনির ভয়ে জানালা দিয়ে পাশের রাস্তায় ভাঙ্গা কাঁচগুলো ফেলে দিলে। কিংবা আব্বু তোমার জন্য কলা আনলেন, তুমি সেই কলা খেয়ে বেখেয়ালে তার ছাল ফেলে দিলে পাশের বাড়ির লোকদের চলার পথে। বুঝতেই পারছ! এতে করে কী হতে পারে! পাশের বাড়ির বুড়ো নানু সালাত পড়তে যাবার সময় ওই কলার ছালে পা পিছলে পড়ে যেতে পারেন। নয়তো ও বাড়ির খালাম্মার পায়ে বিঁধবে ওই ভাঙ্গা কাঁচ। তাঁর পা কেটে রক্ত বেরিয়ে বিশাল বিপদ ঘটে যেতে পারে। কতইনা কষ্ট পাবেন তারা!?

আর বিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে কিংবা বিকেলে মাঠে খেলতে গিয়েও আমরা মানুষকে কষ্ট দিয়ে বসি। দুষ্টুমি করে হয়তো একজনের কলম বা পেন্সিল নিলে কিংবা সহপাঠীর জুতো নিয়ে গেলে বাথরুমে। এদিকে বেচারা তো খুঁজে পেরেশান। আম্মুর বকুনির ভয়ে অস্থির। অথবা মাঠে গিয়ে লক্ষ্য না করে বাবার সঙ্গে হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে থাকা বাচ্চাটিকে দিলে জোরসে বল মেরে। চিৎকার করে ও কান্না জুড়ে দিল। এতে করে শুধু ওই বাবুটিই নয়; তার মা-বাবাও কষ্ট পেতে পারেন। এভাবেই আমরা অবচেতনে প্রতিবেশিদের কষ্ট দিয়ে ফেলি।

আমাদের প্রিয় নবীজী বলেছেন মানুষকে কষ্ট দেবার মতো সব কাজ বাদ দিতে। মানুষকে কষ্ট দেবার মতো কিছু না করতে বা বলতে। হ্যাঁ, শুধু কাজ দিয়েই নয়; মুখের কথা দিয়েও মানুষকে কষ্ট দিয়ে ফেলি আমরা। যেমন ধর, মাঠে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলতে গিয়ে তোমারই মতো আরেক ছেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, সে কিন্তু ইচ্ছে করে এমন করেনি। এখন তুমি যদি প্রতিশোধ হিসেবে তাকে একটা ধাক্কা দাও তাহলে সে যেমন কষ্ট পাবে, তেমনি তাকে একটা অভদ্র ভাষায় বকা দিলেও সে মনে কষ্ট নেবে। অতএব এমন টুকিটাকি বিষয়ে ধৈর্য্য ধরাই হবে উত্তম। মানুষকে কটুকথা একদমই বলা যাবে না।

**বাড়ির কাজ:** এছাড়া আর কি কি ভাবে আমরা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারি?

## *রমাদানের শেষ ১০ দিনে এই অধ্যায় পড়ুন*

### সূরা ক্বদরের অর্থ পড়ুন:

**বাড়ির কাজ:**- বিগত বছরের তুলনায় এই বছরের কদরের রাতগুলো আরো সুন্দরভাবে কাটানোর ব্যাপারে  আপনি কী কী পরিকল্পনা করেছেন ?

**আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা আমাদের সকলের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিক, আমাদের বক্ষ প্রসারিত করে দিক, যেন সঠিক ভাবে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে জান্নাতে যেতে পারি। আমীন...!**